ফেডারেশন বার্তা

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of "All India Federation of Bengali Buddhists")

বর্ষ ১১, সংখ্যা ৪৪ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ ফেব্রুয়ারী/মার্চ : ২০২১/২৫৬৪—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

সময় এখন যেন ক্রমশঃই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে। ঘটনা প্রবাহ কেমন যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে। পরিস্কার অথবা স্পষ্ট করিয়া কোন ঘটনা ঘটিতেছেনা। ঘটনা ঘটিবার পূর্বে সে বিষয়ে কিছুমাত্র অনুমান করা যাইতেছেনা। অথচ কিছুদিন পূর্বেও এমনটা ছিল না। যাহা ঘটিতে চলিয়াছে তাহা পূর্বেই অনুমান করা যাইত। জীবন অনেক সহজ ছিল।

আজি হইতে আনুমানিক পঞ্চাশ বছর আগেকার একটি ঘটনা। সেদিন কোন এক ভোটের দিন ছিল। সকাল বেলায় গোটা কয়েক ছেলে অঞ্চলের কোন এক ইলেকশন বুথে গিয়ে বোম চার্জ করলো। অতি সাধারণ বোমা 'পেটো'। অতঃপর তাহারা প্রাণপনে দৌড়াইয়া যে যেদিকে পারিলো ছুটিয়া পালাইলো। পরক্ষণেই দেখা গেলো যেবাড়ী হইতে তাহারা এই অপারেশনের জন্য বাহির হইয়াছিল, প্রাণভয়ে পুনরায় সেই বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। বোমাটা ফাটিলো বুথ হইতে পনেরো কুড়ি ফিট দুরে, কোন অঘটন না ঘটিয়াই। পুলিশ কর্তারা যায়গাটা পরিদর্শন করিয়া, অঞ্চলে চারজন কনস্টেবল বাড়াইয়া দিলো। অতঃপর চুপচাপ শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হইয়া গেলো। ইহা ছিল বীরভুমের এক নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চল। ঘটনার রেশ অঞ্চলে তেমন প্রভাব ফেলে নেই। সেখানে স্থানীয় একটা কলেজ ছিল যার বেশির ভাগ ছাত্র ছাত্রাবাসে বাস করিত। ছাত্রাবাসের ছাত্র সুতরাং তাহারা যেন 'ছাড়া গরু' অর্থাৎ স্বাধীনচেতা। তাহারা ক্লাশ বাঙ্ক করিতো, হোস্টেল পলাইয়া সিনেমা দেখিতো, সিগারেট খাইতো ইত্যাদি নানা কাজেই ব্যস্ত থাকিতো। কেহ কেহ রাজনীতিতে জড়াইয়া পরিতো। অবশ্য যাহারা রাজনীতিতে জড়াইতো তাহাদের মধ্যে নৈতিক চেতনার যথেষ্ট বিকাশ চোখে পড়িতো। অঞ্চলে একটা রাজবাড়ি ছিলো। কখনো সখনো সেখানে ট্যুরিস্টদের আগমন ঘটিতো। রাজবাড়িতে যাইবার রাস্তায় পথের ধারে একটা ছাত্রাবাস পড়ে। সময়ে অসময়ে যখন ট্যুরিস্টদের আগমন ঘটিতো সেই সময় ছাত্রাবাসের জানালায় জানালায় ছাত্রদের হুড়োহুড়ি পরিয়া যাইতো। ট্যুরিস্টদের মধ্যে মহিলারাও থাকিতো। মহিলাদের দেখিয়া তাহাদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চাতির হইতো। উত্তেজনার চোটে তাহার নানা প্রকার চটুল মন্তব্য করিতো। সেই মন্তব্য শুনিয়া মহিলাদের কেহ মজা পাইতো, কেহবা ক্রুদ্ধ হইতো, আবার কেহবা লজ্জা পাইতো। তাহা দেখিয়া ছাত্রদের উল্লাশ বাড়িয়া যাইতো। এহেন ঘটনা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মধ্যে গম্ভীর রাজনীতি সচেতন ছাত্ররা ক্রুদ্ধ হইয়া বকাবকি করিতো। চপলমতি ছাত্ররা তাহাতে কর্ণপাতও করিতোনা। অবশেষে কোন এক অতি সচেতন নেত্রী স্থানীয় রাজনীতি সচেতন ছাত্রকে চাকু বাহির

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

Ancient Buddhist monastery found in Jharkhand

The Archaeological Survey of India (ASI) has unearthed a Buddhist monastery, believed to be at least 900 years old, buried under a mound in a village situated in a hilly area of Hazaribagh district of Jharkhand. The finding comes two months after discovery of an ancient Buddhist shrine, buried under a similar mound, barely 100 metres away. Over the past four days, an team from the Patna branch of ASI has excavated 10 stone statues of deity Tara and the Buddha in Burhani village near Juljul Pahar of Sitagarhi Hills, around 12 km from district headquarters Hazaribagh. On Thursday, they found a sculpture which appears to be that of Shaivite deity Maheswari - with a coiled crown and chakra - indicating cultural assimilation in the area, said ASI officials. Archaeologists said the findings were significant since the monastery is on the old route to Varanasi, 10 km from Sarnath, where the Buddha gave his first sermon. They said the presence of statues of deity Tara shows possible proliferation of Vajrayana form of Buddhism in this region.

Assistant Archeologist Niraj Kumar Mishra - of Excavator Branch III, Patna, ASI - said in December last year they found a Buddhist shrine with three rooms near an agricultural land on the eastern side of Juljul Pahar. He said the central shrine had Tara's statue and two subsidiary shrines had the Buddha's. "Earlier, the context was not clear," he said, adding that their focus then moved to the second mound and excavation was started on January 31.

"We concentrated on a mound near Juljul Pahar foothills where we found remnants of a Buddhist

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

করিয়া হুমকি দিতেও দেখা যাইতো। অবশেষে সেই হুমকির ভয়ে সব চপলমতি ছাত্ররা চপলতা পরিহার করিয়া সুস্থির হইত। এসব ঘটনা আমরা সত্তরের দশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন পরিবর্তনের সবে শুরু। নক্সাল আন্দোলন মাথা চাড়া দিতেছে। কলেজে ছাত্ররা পরীক্ষা বর্জন করিতেছে। কোনো কোনো কলেজে পরীক্ষার সময়ে বই দেখিয়া লেখা লেখী চলিতেছে। ছাত্র আন্দোলনের নামে অরাজকতা চলিতেছে।

এখন সময় অন্য রকম হইয়াছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন দাগী অপরাধীদের নিত্য আনা-গোনা। তাহারা রাজনৈতিক নেতাদের সহিত পাশাপাশি বসিয়া ছবি তুলিতেছে। বিপরীত দলের নেতা-মন্ত্রীদের হুমকী দিতেছে, গালাগালি করিতেছে, দৈহিক আক্রমণ করিতেছে, এমনকি হত্যাও করিতেছে, ইলেকশন কমিশন দেখিতেছে, বিচার ব্যবস্থা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিতেছে, সাংবাদিক প্রতিনিধিগণ দেখিতেছে, তবু ঘটনাক্রম ঘটিয়া চলিয়াছে। সুশীল সমাজ মৌন রহিয়াছে। পঞ্চাশ বছর আগেকার দিন আজ আর নেই। জনগনের কল্যানের পরিবর্তে দলের কল্যান অধিক কাম্য হইয়াছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতা ভোগ করিবার পর দলত্যাগ করিয়া অধিক লাভের আশায় দল বদল করিতেছে। ইহা যে সমাজের পক্ষে মঙ্গলময় নহে সেকথা আমরা সাধারণ মানুষেরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তবু চুপ আছি। যদি ব্যক্তি স্তরে প্রভাব খাটাইয়া সামান্য সুবিধা অর্জন করিতে পারি তাহা হইলে ক্ষতি কি....এই মানসিকতাই আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তের পথে অন্তরায় হইয়া পরিতেছে।

একথা ঠিক যে বাস্তব পরিস্থিতি একজন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কোন দিকে যাইব, কোন পক্ষ অবলম্বন করিব, বুঝিতে না পারিয়া অন্যের মুখাপ্রেক্ষী হইয়া পরিতেছে। পরনির্ভরতা বশতঃ ভুল করিয়া ফেলিতেছে। এমত পরিস্থিতিতে বারংবার আমাদের সেই সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের কথা স্মরণে আসে। যিনি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যিনি আপন আলোকে আলোকিত হইয়া, সেই আলোতে নিজের পথ চিনিয়া লওয়ার কথা বলিয়াছেন। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছিলেন 'অত্তদীপ বিহরথ, অনন্য স্মরণা নইয়'। আমরা সেকথা ভুলিয়া গেলাম কি করিয়া।

কারণ আমরা চিন্তা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। চোখের সামনে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনা অন্যের মুখ হইতে শুনিয়া বিচার করিতেছি। আপনার উপর আস্থা হারাইয়াছি। এইখানেই আসিতেছে প্রাজ্ঞ হওয়ার কথা।

প্রাজ্ঞ কি করিয়া হওয়া যায়? প্রচুর পড়াশোনা করিলেই প্রাজ্ঞ হওয়া যায় না। প্রাজ্ঞ হইতে হইলে বি.এ./এম.এ পাশ করা জরুরী নয়। যুক্তিগ্রাহ্য মন না হইলে বি.এ./এম.এ. পাশ করিয়াও কিছু হইবেনা। একজন অল্প শিক্ষিত মানুষও যুক্তবাদি হইতে পারে। তাহাকেই আমরা প্রাজ্ঞ বলি।

আজকাল নিউজ চ্যানেল গুলিতে বিপরীত মতাদর্শের কতিপয় মানুষকে মুখোমুখি বসাইয়া বিতর্কে লিপ্ত করানো হয়। এই বিতর্কের জন্য তাহারা অবশ্যই পারিশ্রমিক পান। ইহা তাহাদের রোজগার, সমাজসেবা নয়। বিনিময়ে নিউজ চ্যানেল গুলি স্পনসর পায়। আর আমরা সাধারণ মানুষরা পাই ভ্রান্তি। তাহাদের কথার জালে ভুল করিয়া আপন বিচারবোধের দরজায় তালা ঝুলাইয়া দিয়া, ভুল পথে পা বাড়াই। মহামানব বুদ্ধের কথায় এইসব কাজ হইল অবৈজ্ঞানিক। উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমরা প্রায়শঃই ভুলিয়া যাই। তাহা হইল সংযম রক্ষা করিবার কথা। কোন ব্যক্তির অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া তাহার উপর আমরা বিরূপ হই অথবা ক্রোধান্বিত হই। তাহার ভ্রান্তি দূর করিতে তৎপর হই। অতঃপর তাহার সাথে বিবাদে লিপ্ত হই। একজনের মানসিক বাঁধন এতখানি আল্গা হইবে কেন, যাহাতে তা সহজেই প্রভাবিত হইতে পারে? যিনি দুর্বল অবৈজ্ঞানিক ভাবনায় জড়িত রহিয়াছেন, তিনি মানসিক ভাবে দুর্বল, সেই কারনে সঠিক বিষয়টি অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। বিজ্ঞান ছাড়িয়া অবৈজ্ঞানিক ভাবনার আশ্রয় লইয়াছেন। তাহারা চিন্তার স্তরে অনেক পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর। তাহাদের সহিত অযথা বিতন্ডায় জড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাহাকে শিক্ষিত করিবার প্রয়াসে জড়িত হইতে গেলে আবার নিজেদেরই পদস্খালন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আজকের এই কঠিন সময়ে আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন এবং সেইমত সিদ্ধান্তও নেওয়াও জরুরী। উত্তেষ্ঠিত জাগ্রত। জেগে ওঠার এইতো উপযুক্ত সময়।

বুদ্ধের সেই বানীই এখন স্মরণ করি যেখানে তিনি বলিতেছেন যে শুধু আমি বলিতেছি বলিয়াই নয়, কোন পুঁথিতে লেখা আছে বলিয়াই নয়, দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রচলিত আছে বলিয়াও নয়, নিজের মনন দিয়া বিচার করিয়া দেখ, যদি গ্রহকন্নযোগ্য মনে হয় তবেই গ্রহণ কোরো।

Ancient Buddhist..... ১ম পাতার পর

monastery-cum-shrine where there are rooms at the sides and an open courtyard," said Mishra. "We found four statues of deity Tara in Varad Mudra [gesture of hand showing dispensing of boons] and six statues of the Buddha in Bhumisparsa Mudra [gesture of hand showing five fingers of right hand towards the earth symbolising the Buddha's enlightenment]. So it is a significant finding as deity Tara's statues means this was an important centre of Vajrayana sect of Buddhism." Vajrayana is a form of Tantric Buddhism, which flourished in India from 6th to 11th century. Mishra said the ASI has not yet done scientific dating of the structures, but it represents Pala period based on earlier findings. "Last year, during excavation we found a script of four-five words and sent it to ASI Mysore for Paleographic dating for historical manuscripts. They said it was a Nagri script and they dated it between 10th century AD to 12th century AD. Nagri is a previous version of Devnagri script and the words indicate Buddhist religious affiliation. This time also we have got Nagri script on a Tara statue."

ASI Patna Superintending Archaeologist Rajendra Dehuri said: "This is a significant finding in terms of spread of Buddhism in Jharkhand. However, it is also a matter of research and further findings."

Report by : Abhishek Angad
The Indian Express
Ranchi, 26.02.2021

পর্ষদ, কমিশনে ব্রাত্য উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ মার্চ ঃ বাংলায় এখন ভোট টানার নতুন কৌশল জাত-ধর্মের বিভাজন। কেউ ব্যস্ত মতুয়া সম্প্রদায়ের মন জয়ে। কারও আবার লক্ষ্য মুসলিম সম্প্রদায়। ডুয়ার্স-তরাই ও পাহাড়ের বিভিন্ন আসনে আদিবাসী ও গোর্খাদের ভোট পাওয়ার কৌশল ঠিক করতেও নিত্যনতুন পরিকল্পনা তৈরিতে বিরাম নেই কোনও শিবিরেই। পাখির চোখ নমশূদ্ররাও। কিন্তু ভোট রাজনীতিতে আজও ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১২ লক্ষ মানুষ। তাঁদের কথা ভাবা তো দূরের কথা, নির্বাচনি প্রচারে কিছু করে দেওয়ার আশ্বাসটুকুও মেলে না ডান-বাম কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেই, যা নিয়ে হতাশার গভীর সাগরে তথাগত বুদ্ধের উপাসকরা।

উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলা মিলিয়ে ১২ লক্ষ বৌদ্ধ বসবাস করেন। তার মধ্যে বাঙালি বৌদ্ধের সংখ্যা ১ লক্ষের মতো। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দেখা যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলেও রাজ্যের ওই সংক্রান্ত যে কমিশন রয়েছে তাতে আজও উত্তরবঙ্গ থেকে কোনও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে রাখা হয়নি। যদিও একাধিকবার এই দাবি জানানো হয়েছে। বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দির বা গুম্ফার উন্নয়নে জনপ্রতিনিধিদের কেউ কোনও টাকা বরাদ্দ করেনি বলেও অভিযোগ। তাঁদের ভালোমন্দের খোঁজখবর নিতেও কারও দেখা মেলা ভার। বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থস্থান বোধগয়ায় যেতে কোনও সরকারি সহায়তাও মেলে না। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে সরাসরি বোধগয়া সংলগ্ন গয়া স্টেনাগামী যে ট্রেনটি রয়েছে সেটি ডুয়ার্স রুট দিয়ে যায় না। অথচ এই রুটেই বেশিরভাগ বৌদ্ধদের বসবাস।

বৌদ্ধ ধর্মের দুটি শাখা। একদল থেরবাদী ও আরেকদল মহাযানী নামে পরিচিত। থেরবাদীরা মূলত বাংলাভাষী। তাঁদের পদবি বড়ুয়া, মুৎসুদ্দি, সিংহ, তালুকদার, চৌধুরী ইত্যাদি। মহাযানীদের মধ্যে রয়েছে লামা, লেপচা, শেরপা, ভুটিয়া, তামাংয়ের মতো বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। দুই শাখারই মিলিত সংগঠন নর্থ বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় বড়ুয়া বলেন, 'থেরবাদী বৌদ্ধদের বিভিন্ন পদবি সহ বিশেষ করে বড়ুয়া পদবিধারীদের মগ জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র দেওয়ার সরকারি বিধান রয়েছে। যদিও বেশ কিছুদিন ধরে বেশ কিছু জায়গায় তা পেতে নানা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কেন শংসাপত্র দিতে এমন গড়িমসি তার কোনও সদুত্তরও মিলছে না। আমাদের প্রতি বঞ্চনার এটাই তো সবচেয়ে বড় উদাহরণ'।

প্রসঙ্গত, বাঙালি বৌদ্ধদের সামাজিক সংগঠন উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবার কার্যনির্বাহী সভাপতির পদেও রয়েছেন বিজয়বাবু। তিনি বলেন, "কোনও রাজনৈতিক দল নির্বাচনে বৌদ্ধদের টিকিট দিতেও খুব একটা উৎসাহী বলে মনে হয় না। সংখ্যালঘু কমিশনে উত্তরবঙ্গ থেকে বৌদ্ধদের প্রতিনিধি না থাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারি নানা প্রকল্পের কথা আমরা এখানে বসে জানতেই পারি না।'

নর্থ বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট সোসাইটি ও অল ইন্ডিয়া মহাযান বুদ্ধিস্ট মণিপা অ্যাসোসিয়েশন—এই দুই সংগঠনের সভাপতি পদে রয়েছেন জয়গাঁর বৌদ্ধ ধর্মগুরু রিম্পোচে সাঙ্ঘে লেপচা। তিনি বলেন, 'সংগঠনের তরফে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রসারে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা মিলিয়ে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের নামে দুটি স্কুল রয়েছে। সেখানেও কোনও সরকারি সাহায্য মেলে না। আমরা কেমন আছি তা জিজ্ঞেস করতেও কোন নেতার পা পড়ে না। শান্তি ও অহিংসার নীতিতে চিরবিশ্বাসী বৌদ্ধরা চিৎকার করতে পারে না দেখেই কি তাঁদের প্রতি এমন বঞ্চনা? তবু আশায় দিন গুনছি যে আমাদের কথাও নিশ্চয় ভোট রাজনীতিতে উঠবে।'

উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু সংঘের যুগ্ম সম্পাদক ফরা বুদ্ধশ্রী বলেন, 'নথিপত্র জমা নেওয়া হলেও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পুরোহিত বা ইমাম ভাতার মতো কোনও ভাতাও উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা পাননি।

সৌজন্যে— উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তাং : ১০.০৩/২০২১

ভরতপুর স্তূপ

পূর্ব বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের বুদবুদ থানার অন্তর্গত গলসি ব্লকের ভরতপুরে রয়েছে বাংলার আদিতম বৌদ্ধ স্তূপ। যা 'ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ' নামে খ্যাত। ১৯৯৪-৯৫ সালে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারে লেখা আছে, এটি সপ্তম-নবম শতকের নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্রনাথ সামন্তের মতে, ভরতপুর স্তূপের নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী। এটি স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত প্রথম বৌদ্ধস্তূপ। ১৯৭১ সালে ভরতপুরে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু হয় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে। এই ইতিহাস-সমৃদ্ধ স্থানটি বর্তমানে অযত্নে পড়ে রয়েছে। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া স্থানটির তত্ত্বাবধানে থাকা সত্ত্বেও কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি চোখে পড়েনি। এই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে ইতিহাসের পাতায় এর অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে থাকবে না।

নবারুণ বড়ুয়া

মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা (১২.০৩.২০২১)

All India Federation of Bengali Buddhists-এর ৪৭-তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ২০২০ শনিবার অপরাহ্ন ৪.৩০ ঘটিকায় ৫০টি/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারী রোড), কলকাতা-১৫, সংগঠনের অফিসে "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন তথা All India Federation of Bengali Buddhists"-এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। Covid-19 মহামারি জনিত কারণে এবারের সাধারণ সভাটি শারীরিক উপস্থিতি এবং আন্তর্জালিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সভায় Federation-এর কার্যকরি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং পটারি রোডস্থ সদস্যবৃন্দ ব্যতীত সকল সদস্যদের আন্তর্জালিক ব্যবস্থায় উপস্থিতির আহ্বান করা হয়। ২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষের আয়-ব্যায়ের হিসাব পেশ তথা অনুমোদিত হয় উক্ত সভায়। এ ব্যতীত বর্তমান সময়ে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের নানাবিধ সমস্যা, যথা—সরকার প্রদত্ত ST-শংসাপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত সমস্যা, যুবক-যুবতীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা প্রমুখ নানাবিধ বিষয় সভায় আলোচিত হয়। উপস্থিত সকলে এই আশা পোষণ করেন যে সংগঠন আলোচিত বিষয় সমূহ সম্পর্কে যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে এবং সমাধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বর্তমান নিউ-নর্মাল ব্যবস্থায় ২০২১ সালের নানাবিধ কার্যক্রম সম্পাদনার জন্য একটি রূপরেখা সকলের অবগতির জন্য পেশ করেন। সভার সমাপ্তির পূর্বে সংগঠনের সভাপতি সকলকে বর্তমান মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে সতর্ক এবং সাবধানে থাকতে অনুরোধ করেন এবং সরকারি নির্দেশাবলি যথাযথ ভাবে পালন করতে আহ্বান জানান।

এই প্রজন্ম ঃ সাহিত্যচর্চা

সাধনা বড়ুয়া

বৌদ্ধসমাজে সাহিত্যচর্চা বহুকাল ধরেই চলে আসছে। গড়পড়তা হিসেব অনুযায়ী কিংবা বৌদ্ধদের বিভিন্ন মুখপত্র থেকে জানা যায় যে, এখন যাদের বয়স চল্লিশ থেকে প্রায় আশি তাদের মধ্যেই সাহিত্যচর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চার প্রভাব বেশী দেখা গেছে। চল্লিশ বছরের কমবয়স্ক, বা আরও কমবয়সী যারা তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য বা দায়বদ্ধতা এখন বিশেষ দেখা যায়না। অবশ্য একেবারে কেউ দায়বদ্ধ নয় সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রতি এমনটাও বলা ঠিক হবেনা। তবে দায়বদ্ধতা কম এর পিছনে কারণ নানাবিধ।

এই সময়ের বৌদ্ধ-পরিবারের ছবি একেবারে অন্যরকম। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বেশীর ভাগ পরিবারেই মা এবং বাবা দুজনেই সংসার সামলানোর পাশাপাশি অন্য কাজ করছেন। পরিবারে এত খুঁটিনাঁটি বিষয় নিয়ে পুরুষ সদস্যরা বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। পরিবারে পুরুষ সদস্য অর্থ উপার্জন করবেন এটাই স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে এসেছে এতকাল ধরে। কিন্তু গত তিন দশক ধরে ছবিটা নদীর জোয়ারের জলের মত ভেসে গিয়ে সামাজিক ছবিটাই পাল্টে দিয়েছে। পরিবারের মহিলা সদস্যরা নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করছেন। বিভিন্ন পেশাকে বেছে নিয়েছেন বৌদ্ধ নারীরা। কেউ বা নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ছবি আঁকায়, কেউ রঙিন কাগজ, প্লাস্টিকের বোতল, কাগজের বাক্স, টুকরো কাপড় দিয়ে অসাধারণ সামগ্রী তৈরীতে। কোন মহিলা সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা তো, অন্য কেউ স্কুল-শিক্ষিকা, কেউ বা লাইব্রেরীয়ান, কেউ বা স্কুলের অশিক্ষক কর্মচারী। তেমনি সরকারী সংস্থায়ও কর্মরতা বহু বৌদ্ধ মহিলারা। এই প্রজন্মের মহিলারা এগিয়ে গেছেন আরও কয়েক ধাপ। এই প্রজন্মে মেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল হবার পাশাপাশি বেসরকারী বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ ম্যানেজার হবার মত গুরুত্বপূর্ণ পেশাকে বেছে নিয়েছে। এবার প্রশ্ন আসতে পারে শুধু মহিলাদের কথা বলছি, পুরুষদের কথা বলছিনা। না, তেমনটা নয় বৌদ্ধ সমাজের নারীরা যে এতগুলো ধাপ পেরিয়েছেন তার জন্য পুরুষদের অবদান অফুরাণ। কারণ বৌদ্ধ মহিলারা অনেকেই অর্থ উপার্জনের জন্য পা বাড়িয়েছেন তাদের বাবা, দাদা কিংবা স্বামীর সহযোগিতায়।

এবারেই আরেকটা প্রশ্ন অগোচরে থেকে গেল, এই প্রজন্মের কোন ছেলে বা মেয়ে সাহিত্যচর্চা করে, সাংস্কৃতিক জীবনচর্চার মাধ্যমে কি জীবিকা নির্বাহ করতে চায়?

উত্তর হবে, 'একেবারেই না।' হয়তো সম্ভবও নয়।

কারণ, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হবার জন্য যে মনন, মেধা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় তা করতে নারাজ এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। কারণ, বাস্তবসম্মতই। বেশীরভাগ পরিবার-এর সন্তান সংখ্যা এক বা দু'জন। মা এবং বাবা দুজনেই আর্থিক ভাবে স্বচ্ছন্দ বলেই পরিবারগুলো স্বচ্ছল। সুতরাং সন্তানকে সময় দিতে না পারা 'মা' কিংবা 'বাবা' সময়ের বিনিময়ে দামী মোবাইল কিংবা দামী ল্যাপটপ্ উপহার দিচ্ছেন। জন্মদিনে সন্তানকে দামী রেঁস্তোরায় খাওয়ানোর পাশাপাশি একটা বই উপহার দিচ্ছেন কজন বাবা-মা? বইয়ের বদলে সন্তানটি উপহার পাচ্ছে শপিং মলের দামী জামাকাপড়, বা অন্যকিছু। এর ফলে সন্তানের মধ্যে নিজেদের ক্লাশের পড়বার বই ছাড়া অন্য বই পড়বার সুযোগ হয়না, বই পড়বার সু-অভ্যাসও গড়ে ওঠেনা। কিন্তু একবার যদি আমরা ভাবি যে, সন্তানকে যদি তার জন্মদিন কিংবা পরীক্ষায় পাশ করবার পর বই উপহার দেওয়া হয়, তখন সেই ছোট্ট মানুষটির বইয়ের প্রতি আগ্রহ এবং কৌতূহল তৈরী হবে।

ধীরে ধীরে শিশুটি বইয়ের সাথে সখ্যতা তৈরী করবে। বইকে কবেই যেন বন্ধু ভাবতে শুরু করেছে। বোধবুদ্ধি হবার পর সে চর্চা করবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির।

আরও একটা দিক এই প্রজন্মের মানুষদের সাহিত্যচর্চা থেকে দূরে রেখেছে। অবশ্যই বাংলা সাহিত্যচর্চা। কারণ এখন বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরা ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করে। তারা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়না। অনেক মা এবং বাবা বেশ গর্ব করে বলেন, আমার ছেলে/মেয়েটা একেবারেই বাংলা বোঝেনা। কিংবা বলেন যে, 'ও একেবারে বাংলাটা বলতে পারেনা'। না এতে গর্ববোধ করবার মতো কিছু নেই। বরঞ্চ এই কথাটা আরও বেশী করে ভাবা উচিত যে ছেলেমেয়েদেরকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করতে হলে বাংলা বলতে পারা এবং বাংলা লিখতে পারার উৎসাহ দিতে হবে, তাতে অনেক সুবিধে আছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের বিশাল মণি-মুক্তো থেকে কিছুটা হলেও আহরণ করতে পারবে, সাহিত্যরত্ন। আবার আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই যেসব পরিবারে, তারাও কয়েক যোজন দূরে দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্যচর্চা থেকে। সেইসব পরিবারে নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার লড়াই চলে। সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা থেকে দূরে সরে থাকার এটাও একটা দিক।

এবার আসি ব্যাতিক্রমী মানুষের কথায়। ব্যাতিক্রমী ছেলেমেয়েরা কিন্তু লুকিয়ে আছে এইসব পরিবারে। অর্থাৎ স্বচ্ছল বা অস্বচ্ছল পরিবার, যাই হোক না কেন। এই মানুষগুলোকে চিনে নিতে হবে। এই চিনে নেওয়ার কাজটা কিন্তু সবসময় বাবা কিংবা মা করেন তা নয়। অনেক সময় স্কুল শিক্ষক / শিক্ষকা, তুতো দাদা কিংবা দিদি, বা মামা-পিসি-মাসী-জেঠু-কাকারাও করেন। অর্থাৎ মা-বাবা ছাড়া অন্য যেকোন মানুষই সঠিক পর্যবেক্ষণ করেন সন্তানটিকে। সেই ছেলেটি বা মেয়েটি নিজের অজান্তেই অন্য এক বোধ বা চর্চার কাছে সমর্পণ করে নিজেকে। ভেতরে ভেতরে দৃঢ়চেতা হয়ে ওঠে। যা তাকে দেয় পথের সন্ধান। আর সেই সন্তানটিও যে আর দশজনের মত নয়, সেটাও বুঝতে পারা যায়। পড়ার খাতায় অঙ্ক কষার বদলে হয়তো এঁকে ফেলেছে আস্ত একখানা ছবি। কিংবা রচনা লেখার পরিবর্তে ভারী সুন্দর করে লিখে ফেলেছে নিজের ভ্রমণ কাহিনী। হয়তো বা বৃষ্টিমুখর কোন এক দিনে ঘরের কোণে নিবিষ্ট মনে বাজাচ্ছে গীটার। কিংবা পাতার পর পাতা আঁকিবুঁকি করেও লিখে ফেলেছে কবিতার ছত্র।

ব্যস্, সেই ছেলেটি কিংবা মেয়েটিকে কোন বকাঝকা নয়, বাঁচতে দিতে হবে তার উৎসাহে, কবিতা লেখায়, ছবি আঁকায়। ভালবাসার পরশে তাকে এগিয়ে দিতে হবে অনেকটা পথ মসৃণতায়। তবেই তো সে সাহস পাবে, তার মনও ভরে যাবে ভাললাগায়।

সুতরাং সাহিত্যচর্চা বা সাংস্কৃতিকচর্চা কোন মহার্ঘ বস্তু নয় যে দু-হাতের মুঠোতে তুলে দেওয়া যায়। সাহিত্যচর্চা এক মেধার চর্চা, সাহিত্যচর্চা মননের চর্চা, সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই পারা যায় মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরী না করে, এক ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী করতে। অবশ্য এটা একান্তই আমার বিশ্বাস।

তাই এই প্রজন্মের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকুক। বাংলা হোক ইংরেজী হোক, তারা কালজয়ী লেখাগুলো পড়ুক, সমালোচনা করুক, সাহিত্যসভা করুক, সেমিনার-এ অংশগ্রহণ করুক। আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মতই, বই কিনুক এবং পড়ুক। জীবনের পথচলার মধ্যে সামান্য সময় দিক সাহিত্যকে। এইভাবেই সে ও তার পরের প্রজন্মকে দিয়ে যাবে কিছু বই, কিছু ভাবনা, কিছু বোধ। এইভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হতে হতে সাহিত্য হয়ে উঠবে হৃদয়ের আনন্দ, প্রাণের আরাম, মনের শান্তি।

Buddhist Conclave organized by International Buddhist Confederation

International Buddhist Confederation (IBC) in collaboration with Mahabodhi Society of India and Attodeep organized "Eastern India Buddhist Conclave" on 1-2 March 2021 at Kolkata.

IBC is a Buddhist global body having its members spread over in thirty nine (39) countries and three hundred twenty (320) organizations. The Confederation is actively working on preservation of Buddhist tangible and intangible heritage in India. It in collaboration of its member bodies also organize various programmes for the prevalence of Buddha Sasana.

The two (2) day's conclave had following four (4) sessions apart from the Inaugural session :

- Identification and preservation of Buddhist Heritage sites in West Bengal, Odisha and Jharkhand.
- Issues and challenges before the Sangha and Buddhist Communities in West Bengal, Odisha and Jharkhand.
- Collective Celebration of Buddhist events.
- Establishing a network of Buddhist Organizations in West Bengal, Odisha and Jharkhand.

The programme was initiated by the welcome address of Ven. Dr. Dhammapriya, Secretary General, IBC followed by the inaugural address by Ven. Bimal Tisya Bhikkhu, Founder, Bodhichariya School.

The sessions were Chaired/Co-Chaired by eminent Monks and Buddhist Scholars including Ven. P.Seewali Thero, General Secretary, Mahabodhi Society of India, Ven. Dr. Nandobhatha, Founder, Bodhi Sukha School , Sri Shakti Sinha, Director General, IBC, Mr. Hemendu Bikash Chowdhury, President, The Bengal Buddhist Association, Ven. Dr. Dhammapriya, Dr. Kachayan Bhikkhu, President, Gyanaberia Buddhist Sangha.

In these sessions twelve (12) eminent speakers presented their valued deliberation on various aspects. Some of the known speakers were Dr. U. N. Biswas, Rtd. IPS & Former Cabinet Minister, Govt. of West Bengal, Ven. Ananda Bhikkhu, Founder, Anada Mitra International Meditation Centre, North Bengal ,Sri Asis Barua, Secretary, Garia Bauddha Sanskriti Samsad, Advt. Dipak Kumar Barua, General Secretary, Bauddha Dharmankur Sabha, Sri Bijoy Barua, Baudha Kalyan Parisebha, Jalpaiguri, and Dr. Sujit Kumar Barua, General Secretary, All India Federation of Bengali Buddhists.

Ana-Pan meditation was conducted during beginning of every session by Ven. Buddharakshita Mahasthavir, Bhikkhu-in-Charge, Vidarshan Shiksha Kendra.

About one hundred fifty (150) dignitaries from different parts of West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and New Delhi participated in this Conclave. Dr. Brahmanda Pratap Barua, President, All India Federation of Bengali Buddhists and Smt. Kajari Barua, Secretary, Bengal Buddhist Womens' Forum were also invited in this programme as dignitaries.

At the concluding session Dr. Dhammapriya stated that in the coming days IBC will work with the local organizations for the propagation of Buddha's Teachings and also to address various hardships faced by the Sangha member and laities.

বাংলাদেশের দ্বাদশ সংঘরাজ পরমপূজ্য ধর্মসেন মহাস্থবিরের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

ভারত-বাংলা উপমহাদেশের আলোকিত সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব তথা কিংবদন্তী থেরবাদী সংঘমনীষা মহামান্য দ্বাদশ সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাস্থবিরের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, চট্টগ্রামের উনাইনপুরা গ্রামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রয়াত সংঘরাজ বিগত ২০শে মার্চ ২০২০ বার্ধক্যজনিত কারণে ৯২ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রের এই প্রাজ্ঞ ভিক্ষু দেশ-বিদেশে বহুবিধ সম্মাননায় অলংকৃত হন যার মধ্যে ''ত্রিপিটক সাহিত্য চক্রবর্তী'' এবং মায়ানমার সরকারের "অগ্গমহাসদ্ধর্মজাতিকধজ" উল্লেখযোগ্য। All Indian Federation of Bengali Buddhists-এর সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে এই মহান সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্বের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক পেলেন হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী

গত ১লা ফেব্রুয়ারী 'আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি'র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দীনেশচন্দ্র সেন স্বর্ণপদক পুরস্কারে ভূষিত হলেন কবি ও প্রাবন্ধিক 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা'র সভাপতি মাননীয় হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী মহাশয়। 'আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির সম্পাদিকা, অধ্যাপিকা দেবকন্যা সেন জানান, বাংলা সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির অগ্রণী পুরুষ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-এর স্মরণে ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু করে এই সোসাইটি দুই বাংলার স্বনামধন্য নিশীথ রঞ্জন রায়, অমর্ত্য সেন, মহাশ্বেতা দেবী, শামসুর রহমান, ফিরোজ বেগম, নির্মলেন্দু গুণ সহ দুই বাংলার বহু কৃতী মানুষকে এই সম্মাননা প্রদান করেছে। দুপার বাংলায় বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন কবি ও প্রাবন্ধিক হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'জগজ্জ্যোতি'-র মতো শতবর্ষ পেরোনো আন্তর্জাতিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে। 'বোধীভারতী' পত্রিকারও তিনি সম্পাদক। জন্মসূত্রে বৌদ্ধ হলেও তাঁর উদার ও মুক্ত চিন্তার মনের পরিচয় পেয়েছে সব শ্রেণীর মানুষ। 'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন' তথা 'All India Federation of Bengali Buddhists' সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই অসংখ্য অভিনন্দন ও বসন্ত কালের নতুন ফুলের শুভেচ্ছা।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড),
কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

চীনা কালী বাড়ি

গল্প হলেও সত্যি। ভারতবর্ষ আজ কেবলমাত্র একটি দেশের নাম নয়। 'ভারতবর্ষ' বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের নাম। 'ভারতবর্ষ' এক মিশ্র সংস্কৃতির নাম। পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি যদি নদী হয় তবে ভারতবর্ষ হল তার উপত্যকা যেখানে নদীগুলি আপন ছন্দে এগিয়ে চলে আর কলকাতা হল মোহনা যেখানে সব নদী এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রত্যেকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত কিন্তু কেউ স্বতন্ত্র নয়।

কলকাতার ট্যাংরায় ভারতের একমাত্র চিনাটাউন গড়ে উঠেছে। যেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-চিনা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। একে অপরের ঐতিহ্য-ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করে। চিনা জনসাধারণের বেশীর ভাগই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো শিন্টোধর্ম পালন করে। এরই পাশাপাশি এখানকার চিনা জনগণ কালী পুজো করে। সত্যিই এক বিচিত্র মিশ্র সংস্কৃতির উদাহরণ চিনারা শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢালে আবার শিন্টো ধর্মের রীতি অনুসারে মন্দিরের সামনে কাগজ পুড়িয়ে অশুভ আত্মা ও বিপদকে দূরে সরায়।

মন্দিরের স্থানটি প্রায় ৬০-৭০ বছরের পুরানো। এই মন্দির গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে এক অদ্ভুত কিংবদন্তি। বর্তমানে যেস্থানে মন্দিরটি অবস্থান করছে সেখানে প্রথমে একটি গাছের নীচে দুটি মাঝারি মাপের কালো পাথর ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা লৌকিক দেবতারূপে পাথর দুটিকে পুজো করতেন। কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে ১০ বছরের চীনা সম্প্রদায়ের একটি ছোট ছেলেকে কেন্দ্র করে। হঠাৎ একদিন ছেলেটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা কিছুতেই তার রোগ নিরাময় করতে পারল না। চীনা দম্পতি যখন হতাশ হয়ে সন্তানের মৃত্যুর প্রহর গুনছে, ঠিক সেই সময় দেবদূত রূপে উপস্থিত হয় কয়েকজন স্থানীয় হিন্দু। তাদেরই পরামর্শে সন্তানকে গাছের নিচে শুইয়ে সারা রাত ধরে প্রার্থনা করে। অলৌকিক ভাবে ক্রমেই ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে। সেই চিনা দম্পতিই ছেলের সুস্থ হয়ে ওঠার ফলস্বরূপ চিনা কালী মন্দির তৈরী করেন। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'—এই প্রবাদটি হয়ত এক সর্বান্তকরণে সত্য।

শুধু তা-ই নয়, ভারতবর্ষের একমাত্র মন্দির যেখানে কালী পুজোর পরে প্রসাদ রূপে পরিবেশন করা হয় চপ সুয়ে, রামেন, নুডলস এবং চাইনিজ রাইস। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ চিনাটাউনে গড়ে ওঠা মন্দিরটি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার মিশ্রণ। মূর্তি থেকে প্রসাদ পর্যন্ত চীনা কালী মন্দিরটি কলকাতার সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির প্রতীক।

প্রতিবেদক ঃ বন্দনা শীল ভট্টাচার্য্য

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আরও কয়েকটি আধুনিক মাধ্যম হল—

WhatsApp number : 9433493447
Email Id : federation1973@gmail.com.
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists.
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists.

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন

"শুভ দীপাবলি"

—বনশ্রী ভিক্ষু, রামপুর

কতো সুন্দর তোমার নামটি
কতো মনানন্দে তোমায় উদযাপন করি
তোমাতে পবিত্রায় ভরপুর।
রাষ্ট্র চালকও বারণ করেছে
প্রতি রাজ্যের সদস্যদের
বাজি পুড়ানো ক্ষতি কারক
বিশেষত কোভিড রোগীদের।
বলেছিলো,শুনেনি জনগণ
কতইনা আজ বিপদগামী হচ্ছে
বুঝছেনা মূর্খগন।
পেপারে দেখেছি, বলতে শুনেছি
গণশত্রু কারা?
আজি সময়ে জানতে পারলাম
ঘর শত্রুবিভিষনরা।
তাই
আজিকার এই পুন্য সময়ে
করি মনো স্নান
প্রজ্ঞাদীপ্ত করি আজি
দীপাবলির প্রজ্ঞা জ্ঞান।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক ''Archaeological Survey of India''-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''The Bodh Gaya Temple Act''—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

জাতক সংখ্যা—৫ম

তন্ডুলনালী জাতক

শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে স্থবির লালুদায়ীর সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। এই লালুদায়ীর সঙ্গে ভোজন শলাকা নিয়ে স্থবির মল্লপুত্রের বিরোধ হয়। তখন ভিক্ষুরা লালুদায়ীকে এই দায়িত্ব নিতে বললেন। কিন্তু স্থবির লালুদায়ী ছিলেন এই কাজে ভীষণভাবে অপটু। তিনি জানতেন না কোন তন্ডুল উৎকৃষ্ট, কোন তন্ডুল নিকৃষ্ট; কতদিনের ভিক্ষু হলে উৎকৃষ্ট তন্ডুল পায়, কতদিনের ভিক্ষুকে নিকৃষ্ট তন্ডুল দিতে হয়। ফলে খাদ্য বন্টনকালে ভিক্ষুরা স্ব স্ব প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন। এইরূপ কিছুদিন চলার পর বালক ভিক্ষু ও শ্রমণেরা পরামর্শ করে লালুদায়ীকে শলাকাগার থেকে বেড় করে দেন। শাস্তা লালুদায়ীর নির্বুদ্ধিতা শুনে বললেন, "পূর্ব্বেও সে ঠিক এইরূপ করিয়াছিল।"

স্থবির আনন্দ বললেন "প্রভু দয়া করে এর অর্থ বুঝিয়ে দিন।" তখন ভগবান লালুদায়ীর অতীত কথা প্রকট করলেন—

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব তাঁর অর্ঘকারকের কাজ করতেন। অর্থাৎ রাজা যে সব দ্রব্য ক্রয় করতেন তিনি সেগুলির মূল্য স্থির করে যার যা প্রাপ্য তা মিটিয়ে দিতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত খুবই অর্থলোলুপ ছিলেন। একদিন রাজার মনে হল এই ব্যক্তি দ্রব্যের মূল্য বেশী দিচ্ছে এবং এর ফলে অচিরেই তাঁর ভাণ্ডার শূন্য হবে। তাই তিনি ঐ অর্ঘকারককে পদচ্যুত করে অজান্তে এক নির্বোধ ও লোভী ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি নিজের খেয়াল মত মূল্য নির্ধারণ করতে শুরু করল এবং রাজার অর্ঘকারক বলে কেউ তার প্রতিবাদ করতে সাহস করত না।

একদিন উত্তরাঞ্চলের এক অশ্ববণিক পাঁচশ অশ্ব নিয়ে বারাণসীতে এলো। রাজা নতুন অর্ঘকারককে অশ্বগুলির মূল্য নির্ধারণ করতে বললেন। সে পাঁচশ অশ্বের মূল্য এক পালি চাল নির্ধারণ করে অশ্বগুলিকে রাজার আস্তাবলে নিয়ে যেতে হুকুম দিল। অশ্ববণিক হতবুদ্ধি হয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলে তাঁর পরামর্শ চাইলে বোধিসত্ত্ব অশ্ববণিককে বললেন সে অর্ঘকারককে কিছু টাকা দিয়ে যেন এই কথা বলে—পাঁচশ অশ্বের দাম যে এক পালি চাল তা নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু এক পালি চালের দাম কত তা সে বুঝতে পারছে না, তাই তিনি যেন রাজার সাক্ষাতে এই কথাটা বুঝিয়ে দেন। অর্ঘকারক এই প্রস্তাবে রাজী হলে অশ্ববণিক তাকে নিয়ে রাজসভায় যাবে এবং বোধিসত্ত্বও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। লোভী অর্ঘকারক টাকা পেয়ে অশ্ববণিকের প্রস্তাবে রাজি হল। অশ্ববণিক তখনই তাকে রাজসভায় নিয়ে গেল। সেখানে বোধিসত্ত্ব ও অমাত্যদের উপস্থিতিতে অশ্ববণিক রাজাকে বলল পাঁচশ অশ্বের মূল্য এক পালি চাল এ সম্বন্ধে সে আপত্তি করছে না, কিন্তু রাজা যেন অর্ঘকারককে জিজ্ঞাসা করেন এক পালি চালের দাম কত। বণিকের অভিসন্ধি বুঝতে না পেরে রাজা অর্ঘকারককে তাই জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে অর্ঘকারক বলল এক পালি চালের দাম সমস্ত বারাণসী শহর ও শহরতলী। এই কথা শুনে অমাত্যরা অট্টহাসি হেসে বলল তারা এতদিন জানত পৃথিবী ও রাজ্যের কোন মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, এখন তারা শিখল বারাণসী রাজ্য ও বারাণসী রাজা উভয়ের মূল্য এক পালি চাল মাত্র। অর্ঘকারকের কি অদ্ভুত বুদ্ধি। কি কৌশলে যে এই অপদার্থ এই পদ ভোগ করে আসছে তা তাদের বুদ্ধির অগোচর। সবার সামনে এইভাবে অপদস্ত হয়ে রাজা সেই মুহূর্তেই সেই অর্ঘকারককে তল্পিতল্পাসমেত বিদায় দিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে আবার সেই পদে প্রতিষ্ঠ করলেন।

সমবধান—তখন স্থবির লালুদায়ী ছিলেন অতীতকালের সেই নির্বোধ ও লোভপরায়ণ অর্ঘকারক এবং আমি ছিলাম সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্ঘকারক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ঈশানচন্দ্র ঘোষ

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা-৫'৫" , দূরভাষ : 9836548282।

২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩৭, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৪। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৫। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'৩", ফর্সা। দূরভাষ : 9330281073 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৬। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।

৭। **পাত্রী :** এম.এ. (Geog.), হুগলী (ব্যান্ডেল) উচ্চতা-৫'২", বয়স-২৭, দূরভাষ : 9831878247।

৮। **পাত্রী :** বয়স ৩১, উচ্চতা ৫'৩", শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies, বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। দূরভাষ : 9231439779।

৯। **পাত্রী :** MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।

১০। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

১১। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৪, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

১২। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারী স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।

১৩। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'২", উজ্জ্বল বর্ণ, দূরভাষ : 9477673563।

১৪। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, MBBS, MD. (পাঠরতা), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 9830627692।

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৫", দূরভাষ : 9674600827।

২। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", M.Com., সরকারী চাকুরী। দূরভাষ : 7890991230।

৩। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

৪। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।

৫। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৬। **পাত্র :** রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।

সংবাদ একনজরে

● 'জেতবন বিহার পরিষদ'-এর পরিচালনায় গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে দত্তপুকুর জেতবন বিহারে এক দিবসীয় 'আনাপন ধ্যান' শিবিরের আয়োজন করা হয়। দু'টি পর্বে ভাগ করে উক্ত শিবিরটি পরিচালনা করেন ধর্মগঙ্গা বিপাসনা ধ্যান কেন্দ্র থেকে আগত কল্যাণমিত্র শ্রীযুক্ত অনুপ বড়ুয়া এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতি কুমুকুম রাওয়াত মহাশয়া। প্রথম পর্বে ১ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে ধ্যান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেতবন পল্লী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে মোট ২৬জন শিশু কিশোর কিশোরী এই পর্বে অংশগ্রহণ করে। বেলা দুটোর পর এই পর্বের ধ্যান শিবির সমাপ্ত হয়। এক ঘন্টা বিরতির পর পুনরায় দুপুর তিন ঘটিকায় ১৮ থেকে তদূর্দ্ধ মোট ৪০ জন সাধক সাধিকাদের নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে 'আনাপান ধ্যান' শিবির শুরু হয়। বিকাল সাড়ে চারটেয় এই পর্বের ধ্যান শিবির সমাপ্ত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিহারাধক্ষ্য শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু মহোদয়, জেতবন বিহার পরিষদের সকল সদস্য ও সদস্যাগণ এবং সকল পল্লীবাসিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

● সামাজিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ "**আন্তর্জাতিক নারী দিবস**"-এ "জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন" (National Commission For Minorities) কর্তৃক সংখ্যালঘু সমাজের মহিলাদের দিল্লিতে সংবর্ধিত করা হল। এই সংবর্ধনা সভায় এই বছর সারা ভারত ব্যাপী বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে মনোনীত হয়েছেন "বালি বেলুড় বৌদ্ধ সমিতি"-র সাধারণ সম্পাদক তথা "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংঘঠন" (All India Federation of Bengali Buddhists) এর পরিচালন কমিটির সদস্য মাননীয়া সংঘমিত্রা চৌধুরী মহাশয়া। তাঁর এই সাফল্য ও সমাজের প্রতি অবদানের জন্য "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন" তথা (All India Federation of Bengali Buddhists) এর পরিবার থেকে জানাই বসন্তের নতুন ফুলের শুভেচ্ছা।

● **পুরাতন বুদ্ধ মূর্তি চুরি,** সুগত ঘোষ, হাজারীবাগ ঃ প্রায় এক হাজার দুশো বছর পুরনো দুটি মূর্ত্তি কে বা কারা চুরি করল। উল্লেখ্য হাজারীবাগ মুখ্যালয় থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দুরে বহরমপুর গ্রামে বিগত দুই মাস ধরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে খননের কাজ চলছে এবং সেখানে বেশ কয়েকটি বুদ্ধ ও মা তারার মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তি দুটির বাজার মূল্য কিছু কোটি বলে জানায় এই বিভাগ। জেলার গ্রামীণ ডিএসপি-র নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে মূর্তি দুটির সন্ধানে লেগে পড়েছেন। এই মূর্তি গুলি এবং দেওয়ালে পুরাতন আকৃতি সম্ভবতঃ পাল কালীন যুগের বলে জানালেন স্থানীয় ডি এ ভি স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক, ধীরাজ গুপ্ত। জনসাধারণের মতে এই স্থানে একান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে একটি পুলিশ পিকেট বসানের প্রয়োজন আছে। তা ছাড়াও এই এলাকাটি ধীরে ধীরে পর্যটক স্থলের স্থান নিতে বাধ্য এবং সেই বিষয়েও সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এই চুরির ঘটনার পেছনে কোনো বড়ো হাত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশ এলাকাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিন্তু কোন সুরাহা পায়নি। বুদ্ধের এই সাধনা স্থলটি যথাশীঘ্র ঝাড়খণ্ড সহ দেশের একটি নামী পর্যটক স্থলের পরিচয় পেতে বাধ্য। কিছু কিছু পুরাতন ব্যক্তিদের মতে বুদ্ধদেব এই এলাকা দিয়ে ট্রা করেছিলেন। যার জন্য শহরের একটি মন্দিরের নাম বুরহ্বা মহাদেব মন্দির, যার পূর্বে নাম ছিল বুদ্ধওয়া মহাদেব মন্দির। জেলার বাভানবে পাহাড়ের পাশেও কয়েক বছর পূর্বে বুদ্ধদেবের এক-দুটো ছোট মুর্তি পাওয়া যায়। প্রচলিত যে প্রসিদ্ধ ইটখরী মন্দিরের পূর্বে নাম ছিল ইতি খয়ী কারণ এইখান থেকেই বুদ্ধদেব পায়ে হেঁটে ফলগু নদীর পাশ দিয়ে উত্তর দিকে চলে যান। শেষ দেখা এই স্থানেই।

● 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন'-এর ২০২০-২২ বর্ষে বৌদ্ধ প্রতিনিধি স্বরূপ মনোনীত হয়েছেন মাননীয় বিকাশ বড়ুয়া মহাশয় এবং আমন্ত্রিত সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ডঃ অরুণজ্যোতি মহাথের। সংগঠনের মাধ্যম থেকে উভয়কেই জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার প্রকাশনা ফান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/c Holder Name :
All India Federation of Bengali Buddhists.
A/c No. : 00000001209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India.
Branch Name : Entally.

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি

This issue of ***'Federation Barta'*** *is sponsored by*

Shri Subroto Barua

New Delhi

President, Santiniketan Ambedkar Buddhist Welfare Mission
Working President, Buddha Triratna Mission, New Delhi
Governing Body Member, Mahabodhi Society of India, Kolkata

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।